বাংলাদেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনসংখ্যা

(Poverty, Unemployment and Population of Bangladesh)

ইউনিট ১১

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। এরপরও বাংলাদেশে জাতীয় আয় বন্টনের ক্ষেত্রে চরম অসমতা বা বৈষম্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশের শহর ও গ্রামের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় প্রায় ১৬ কোটি লোক বাস করে। এর মধ্যে প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষ বেকার।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১ বাংলাদেশের দারিদ্র্য

পাঠ ১১.২ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

পাঠ ১১.৩ বাংলাদেশের বেকারত্ব

পাঠ ১১.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

পাঠ ১১.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

পাঠ ১১.১ বাংলাদেশের দারিদ্র্য (Poverty of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দারিদ্র্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য কিভাবে পরিমাপ করা হয় বলতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ এবং দারিদ্র নিরসনে গৃহীত কর্মসূচী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

দারিদ্র্যের ধারণা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যার অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মাঝে দারিদ্র্য অন্যতম। সমাজ নির্ধারিত সাধারণ জীবনযাত্রার মানের চেয়ে যাদের জীবনযাত্রার মান কম তারাই দরিদ্র এবং এই দরিদ্র অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে। বাংলাদেশের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রদত্ত দারিদ্র্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী, "দারিদ্র্য বলতে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মলিকানা ও ব্যবহারের অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা বোঝায়।" অধ্যাপক এ. কে. সেন বলেন, "দৈহিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সেবা প্রয়োজন তা যারা মেটাতে পারে না তারাই দরিদ্র"।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারাই হল দারিদ্র্য। একটি ন্যূনতম পরিমাণ আয় উপার্জন ছাড়া এ সমস্ত অভাব পূরন করা যায় না। তাই একটি ন্যূনতম পরিমাণ আয় উপার্জন করতে না পারাই হল দারিদ্র্যতা। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে "ব্যাপক অর্থে দারিদ্র্য বলতে ঐ সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বঞ্চনা বোঝায় যারা ন্যূনতম জীবনযাত্রার স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা বা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত।" দারিদ্র্যতাকে আবার অনেকেই ক্যালরী গ্রহনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিচে ক্যালরী গ্রহিতারাই দরিদ্র। এ ক্ষেত্রে FAO, BBS এর গবেষনা অনুযায়ী যারা ২২০০ ক্যালরী শক্তির খাদ্য পায় না তারাই দরিদ্র। সুতরাং বলা যায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাবই হল দারিদ্র। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচণে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্যের প্রকৃতি

দারিদ্র্যকে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) পরম বা অনপেক্ষ দারিদ্র্য এবং (২) আপেক্ষিক দারিদ্র্য

১. পরম বা অনপেক্ষ দারিদ্র্যঃ অনপেক্ষ দারিদ্র্য বলতে মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা, পূরণের অক্ষমতা বোঝায়।

অনপেক্ষ দারিদ্র্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(ক) দারিদ্র্য সীমার নিচে ও (খ) চরম দারিদ্র্য

ক. **দারিদ্র্য সীমার নিচেঃ** বাংলদেশে সামর্থ্যের অভাবে দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণকারীদের অবস্থান 'দারিদ্র্য সীমার নিচে' ধরা হয়।

খ. **চরম দারিদ্র্যঃ** একজন সবল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্যালরীর কমপক্ষে ৮০ শতাংশ অর্থাৎ বাংলাদেশে কমপক্ষে দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালরী গ্রহণকে দারিদ্র্য রেখা-২ বলা হয় এবং যারা এর নিচে অবস্থান করে তাদেরকে চরম দারিদ্র্য বলা হয়।

২. **আপেক্ষিক দারিদ্র্যঃ** আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলতে একটি নির্দিষ্ট সমাজে আয় অথবা সম্পদ বন্টনে বৈষম্য বা অসমতা কারনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যাক্তির তুলনায় কম সুযোগ সুবিধা ভোগ করাকেই বোঝায়।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০,২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বাংলাদেশের দারিদ্রের কারণসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ হতদরিদ্র অর্থাৎ চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। নিচে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করা হল।

১। **অর্থনৈতিক অনুন্নতিঃ** বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল-অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থা। অনুন্নতির কারণেই জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে দৈনন্দিন জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ ছাড়াই জীবনযাপন করতে হয়।

২। **সম্পদ ও আয় বন্টনে বৈষম্যঃ** এ দেশে দারিদ্র্যের আর একটি কারণ হল আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য। উৎপাদনের বিভিন্নউপাদান এবং স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে, অনেক লোক অসহায় ও দরিদ্র। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদি ভোগ করতে পারে না।

৩। **নিম্ন মাথাপিছু আয়ঃ** বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম। সাম্প্রতিককালের বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপে দেখা যায়, যেখানে একটি উন্নত দেশ, যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মাথাপিছু আয় প্রায় ২০ হাজার ডলার; একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেমন মালয়েশিয়ার জনগণের মাথাপিছু আয় প্রায় ৩ হাজার ডলার, সেখানে বাংলাদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৪৬০ ডলারের মত।

৪। **উন্নয়নের নিম্ন হারঃ** উন্নয়নের শ্লথ গতি এ দেশে দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা গড়ে প্রায় ৭ ভাগ নির্ধারণ করা হলেও প্রতি বছর অর্জিত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে ছিল। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গত ৮ বছরে এ দেশে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ছিল প্রায় ৫ শতাংশ। উন্নয়নের এ নিম্ন হারের কারণে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ ভোগের অতি নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে।

৫। **উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারের তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এ কারণে জীবনযাত্রার মানে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জিত হয় নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার অব্যাহত থাকায় দেশের সীমিত সম্পদের উপর চাপ বাড়ছে। তাছাড়া, দ্রব্য ও সেবাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী তার অংশীদার হওয়ায় সকলেই তার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৬। **বেকারত্বঃ** দেশে বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যবস্থার অবনতি ঘটছে। বাংলাদেশে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে, শিল্পায়নের ধীর গতির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না। ফলে প্রতি বছরই বেকার, অর্ধ-বেকার এবং ছদ্মবেশী বেকারদের সংখ্যা স্ফীত হয়। দেশের মোট জনশক্তির প্রায় ৩৩ শতাংশ বেকার। এ বেকার জনগোষ্ঠী জীবনধারণের জন্য অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আয় উপার্জনকারী ব্যক্তিদের আয় হ্রাস পায়। ফলে জীবনযাত্রার মান নিচু হয়।

৭। মুদ্রাস্ফীতি: দাম-স্তরের অব্যাহত বৃদ্ধি এ দেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। দাম-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন তাদের সীমিত আয় দিয়ে উত্তরোত্তর কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাদি ক্রয় করতে পারে। ফলে তারা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে উদার ঋণদান নীতি, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে উৎপাদন হ্রাস, আমদানি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। দাম-স্তরের ক্রমবৃদ্ধির জন্য আমাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে দরিদ্র লোকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮। নিম্নমানের প্রযুক্তি: উৎপাদন ক্ষেত্রে নিম্নমানের প্রযুক্তি ব্যবহারও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ। উন্নত অর্থনীতির তুলনায় এ দেশের কল-কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের যে কলাকৌশল ব্যবহৃত হয় তা অনেক নিম্নমানের। এমন কি পণ্যের বাজারজাতকরণ, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা, অর্থের বাজার প্রভৃতি অত্যন্ত নিম্নস্তরে বিরাজ করছে। নিম্নমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা নিম্ন পর্যায়েই থেকে গেছে। নিয়োজিত মূলধন থেকে আশানুরূপ প্রাপ্তি ঘটে নি। এ জন্য অর্থনীতি একই দারিদ্র্যাবস্থায় রয়েছে।

৯। ভূমির অসম বন্টন: ভূমি মালিকানার অসম বন্টন এ দেশে দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনের জন্য এখানে একজন কৃষক পরিবারে ন্যূনতম ৫ একর জমির প্রয়োজন। সেখানে দেখা যায়, গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ মোট গ্রামীণ জমির মাত্র ১৬ ভাগের মালিক। অন্যদিকে, মাত্র ৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার প্রায় ১৮ ভাগ কৃষি জমির মালিক এবং এদের খামারের গড় আয়তন ১২.৫০ একর ও তার উর্ধ্বে। পাশাপাশি রয়েছে ভুমিহীন কৃষকদের আধিক্য। ভূমিহীনদের সংখ্যা শহরের তুলনায় গ্রামে ক্রমশ বাড়ছে। ২৭ শতাংশ শহরে এবং ৪৮ শতাংশ গ্রামে বাস করছে।

১০। প্রকৃত মজুরি হ্রাস: স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে দামস্তর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শ্রমিক আর্থিক মজুরি কিছুটা বাড়লেও তা দ্রব্য ও সেবাদির দাম বৃদ্ধির তুলনায় কম। এ অবস্থায় তাদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবাদির ভোগ হ্রাসের ফলে জীবনযাত্রায় দারিদ্র্যের মাত্রা দেখা যায়।

১১। শিক্ষার অভাব: বাংলাদেশে শিক্ষার হার যথেষ্ট নয়। শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তাই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

১২। দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো: উন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কাঠামো দুর্বল। ফলে মানুষ চেষ্টা করেও আয় বাড়াতে পারে না।

১৩। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এ দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ঐক্যমত নেই। তাই বলা যায়, দারিদ্র্যের জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও দায়ী। এ সকল কারণে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অনেকেই দরিদ্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	
স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে মৌসুমী বেকারত্ব কিভাবে দূর করা যায় বলে মনে করেন?	

সারসংক্ষেপ:

- দরিদ্র একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক ও মানবিক অধিকার পূরণ করতে না পারাই হল দারিদ্র্য। ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে পরিচালিত থানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ১৭.৬ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ছিল ১২৫.১ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের খসড়া প্রণয়ন করেছেন। এটি চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন এনজিও-দের সার্বিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পরম দারিদ্র হচ্ছে-

i. মৌলিক চাহিদা- অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান পূরণের অক্ষমতা

ii. সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য

iii. মৌলিক চাহিদা ও চিকিৎসা ও শিক্ষা পূরণের অক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। বাংলাদেশকে যেসব কারণে দরিদ্র দেশ বলা হয়?

i. সম্পদ ও আয় বণ্টনে সমতা

ii. নিম্ন মাথাপিছু আয়

iii. বেকারত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১১.২ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (Poverty Alleviation Programme of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতিধারা বর্ণনা করতে পারবেন;
- দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গৃহীত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

দারিদ্র্যের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত আয় দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯% থেকে ৪০.০% নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্র্যের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্যের হার ৪০.০% থেকে ৩১.৫% এ নেমে এসেছে।এই হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্র্যের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহর অঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্র্যের গভীরতা বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে ও তীব্রতা প্রায় সমহারে হ্রাস পেয়েছে।

উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ১৭.৬% যা ২০০৫ সালে ছিল ২৫.১% এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১০ মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৩১.৫% যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০%।

উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহারে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর ৩৫.৪% দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে যা ২০০৫ সালে ছিল ৪৬.৩%। এ সময় ব্যবধানে ৫ শতাংশের নিচে জমি আছে এমন জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হারও ৫৬.৪% হতে ৪৫.১% এ নেমে এসেছে। জমির মালিকানার ভিত্তিতে প্রায় সকল শ্রেণীর দারিদ্র্য হার কমলেও ৭.৫ একর কিংবা তার উর্ধ্বে জমির মালিকানাধীন জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হার ৩.১% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.০% উন্নীত হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা

দারিদ্র হ্রাসের গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেষ্ট রিলিফ ছাড়াও সরকার উদ্ভাবিত একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ণ, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কর্মসূচি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ভাতা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের ভাতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্টীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন এবং ২০২১ সালে সকলের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চুড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩০,৭৫১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১২.২৮% এবং জিডিপির ২.৩০ শতাংশ। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায়

প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের কাজ চলছে।
বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অসমতা দূর করতে বদ্ধ পরিকর। রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের প্রভুত উন্নতি সত্ত্বেও এখনো জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং কাছাকাছি বসবাস করে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মনে করে। এ প্রেক্ষিতে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। আয় ও ব্যয় খানা জরিপ ২০১০ থেকে দেখা যায় মাত্র ২৪.৫ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভূক্ত।
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের খসড়া প্রণীত হয়েছে। এটি চুড়ান্ত করণের প্রক্রিয়া চলছে। এই কৌশল পটভূমি ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে, দারিদ্র দূরীকরণে অতীতের অগ্রগতি এবং চলমান চ্যালেঞ্জ, সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির বিবর্তন ও চলমান কার্য সম্পাদন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ, প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, কৌশলের অর্থায়ন, শক্তিশালী করণ, ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশলে ৫ বছর মেয়াদি লক্ষ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচীগুলো জীবন চক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে একীভূত করা হবে। তদুপরি; এই কর্মসূচীসমূহের তদারকির জন্য একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হয়েছে

বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠী জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বয়স্ক ভাতা বাবদ- ১,৩০৬,৮০ কোটি টাকা, বিধবা স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের জন্য ৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ১,২০০,০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
সরকারের রাজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।
প্রধান প্রধান এনজিওর সার্বিক কার্যক্রম
ব্রাক বিভিন্নকর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্নক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতি দরিদ্র চরবাসী, দুঃস্থ নারী, অবসর প্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্নধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

আশা

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশা'র ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী মডেল হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। ২০১৪ সালে ৫৩ লক্ষ উপকারভোগীকে প্রায় ১১,৬০৫,৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ৮১,৫৯৪,১৫ কোটি টাকা এবং আদায় ৭৪,২৬৭,৫০ কোটি টাকা।

প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়। পরে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্নখাতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৫,১৮৬,২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে এবং ৫,৬৮৭,৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়াসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এ ছাড়া মহিলাদের স্বাস্থ্য ও ব্যবসা উন্নয়নেও কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত সংখ্যার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্র ঋনের পরিমান ৩,৭২,৭০০ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমান ৩,৬৪৬,০০ কোটি টাকা।

টিএমএসএস

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র- দূরীকরণ, আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যুরো বাংলাদেশ

ব্যুরো বাংলাদেশ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯০ সালে টাঙ্গাইল জেলায় কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি ৬১টি জেলার ৪০৩টি থানার ৩,৪৬৫ টি টি পৌর সভার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সোসাইটিফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমাজের দরিদ্র অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় এসএসএস -এর কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়েছে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন মূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃনমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে ৪০টি জেলায় ১৫৯টি উপজেলায় স্বনির্ভর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সরকারে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৩,৬৭,৯৫৯ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ১,৮৬১,৪৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করেছে এবং ১,৫৮০,৪২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীন ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলো বিবেচনায় এনে গ্রামীন ব্যাংক বিভিন্নধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলার মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন?	

সারসংক্ষেপ

- দারিদ্র হ্রাসের গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেষ্ট রিলিফ ছাড়াও সরকার উদ্ভাবিত একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ণ, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কর্মসূচি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০১০ সালে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ছিল?

ক. ১৫.৬ শতাংশ খ. ১৬.৬ শতাংশ গ. ১৭.৬ শতাংশ ঘ. ১৮.৬ শতাংশ

২। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০১০ সালে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ছিল?

ক. ২১.৫ শতাংশ খ. ৩১.৫ শতাংশ গ. ৪১.৫ শতাংশ ঘ. ১৯.৫ শতাংশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মজিদ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং চার সন্তান রয়েছে। মজিদ সরকার হতে মাসিক ২০০০ টাকা এবং তাঁর বাবা-মা মাসিক ৩০০ টাকা ভাতা পান।

৩। মজিদ কোন ভাতা পানা?

ক. বয়স্ক ভাতা খ. বিধবা ভাতা গ. প্রতিবন্ধী ভাতা ঘ. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

৪। উল্লিখিত সহায়তা ছাড়াও সরকার আর যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছেন-

i. খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম
ii. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী
iii. একটি বাড়ি একটি খামার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১১.৩ বাংলাদেশের বেকারত্ব (Unemployment of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বেকারত্বের ধারণা দিতে পারবেন;
- বেকার সমস্যার প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বেকারত্বে বিভিন্নপ্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বেকার সমস্যা কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বেকারত্ব

সাধারণত বেকারত্ব বলতে কর্মহীনতা বুঝায়। কিন্তু সকল প্রকার কর্মহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলা হয় না। যেমন- আরাম প্রিয় ধনী ব্যক্তি কাজ করতে চান না। আবার শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার জন্য শিশু, বৃদ্ধ, পাগল এবং রুগ্ন লোকেরা কাজ করতে পারে না। এ ধরণের স্বেচ্ছাকৃত বা অক্ষমতা জনিত কর্মহীনতাকেও বেকারত্ব বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বেকারত্ব তখনই দেখা দেয় যখন প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে চায় কিন্তু পায় না। এরূপ অবস্থাকে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলে। অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলতে মূলত অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বোঝায়। এ প্রসংগে অধ্যাপক পিগু বলেন, "যখন কোন দেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে রাজী থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না তখন তাকে বেকারত্ব বলে" সুতরাং যখন কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে চেয়েও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না তখন তাকে বেকারত্ব বলা হয়।

বেকার সমস্যার প্রকৃতি

এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল বেকার সমস্যা। বর্তমান বেকার সমস্যা শুধু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয়, উন্নত দেশেও এ সমস্যা বিদ্যমান। তবে উন্নত দেশের বেকার সমস্যা এবং অনুন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের বেকার সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি এক নয়। উন্নত দেশের বেকার সমস্যা সাময়িক এবং কার্যকর চাহিদার অভাব হতে এ সমস্যার উদ্ভব হয়। কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়। কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের বেকার সমস্যা প্রকৃতির এবং মূলধন গঠন হারে স্বল্পতা এ সমস্যার মূল কারণ। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান নিহিত। কিন্তু মূলধনের অভাবে এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহার অসম্ভব বলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক। ২০১৫ সালে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার রয়েছে। এ পরিমাণ হল দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এবং মোট শ্রম শক্তির শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ। বাংলাদেশের বেকার সমস্যার প্রকৃতি নিম্নোক্ত চারটি শ্রেনিতে ভাগ করে আলোচনা করা যায় ঃ

(ক) গ্রামীণ বেকার সমস্যা;
(খ) শহর এলাকার বেকার সমস্যা;
(গ) শিক্ষিত লোকদের বেকারত্ব;
(ঘ) নারী বেকারত্ব।

ক. **গ্রামীণ বেকার সমস্যাঃ** সমস্যার গভীরতা পরিব্যাপ্তির দিক হতে বাংলাদেশের গ্রামীণ বেকারত্ব সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পূর্ণ বা আংশিক বেকার। মৌসুমী বেকারত্ব গ্রামীণ বেকারত্বের প্রধান অংশ।

খ. **শহর এলাকার বেকার সমস্যা:** বাংলাদেশে শহর এলাকার বেকারত্ব দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম হতে আগত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রার্থীদের অবিরাম প্রবাহ, শহরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি বাংলাদেশের শহরগুলোতে বেকারত্ব সমস্যা বাড়াচ্ছে।

গ. **শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকারত্ব:** বাংলাদেশে শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে মাধ্যমিক বা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে ধরা হয়। সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব হতাশাবোধের জন্ম দেয়।

ঘ. **নারী বেকারত্ব:** বাংলাদেশে নারী বেকারত্বও রয়েছে। পুরুষ শাসিত এ সমাজে নারীদের কাজের মূল্যায়নও ঠিকমত হয় না। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের কাজের সুযোগ কম। ধর্মীয় কুসংস্কার, পর্দা প্রথা, শিক্ষার অভাব, কাজের পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে নারী শ্রমিকরা কাজ পায় না বা করতে পারে না।

বেকারত্বের প্রকারভেদ

বেকার সমস্য হল বর্তমান শতাব্দীর একটি অভিশাপ। স্বেচ্ছা কর্মহীনতা সাধারণত সমাজে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করে না; কিন্তু অনিশ্চাকৃত কর্মহীনতা সমাজের একটি সমস্যা। শুধুমাত্র অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই এ সমস্যা নেই, উন্নত দেশেও সমস্যা বিদ্যমান। তবে বিভিন্নদেশের বেকারত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিভিন্নপ্রকার হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বেকারকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ

১। **কাঠামোগত বেকারত্ব:** অর্থনৈতিক বা শিল্পগত কাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। যেমন, বৃটিশ শাসনকালে অবিভক্ত ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের প্রসারের ফলে কুটির শিল্পের অবনতি ঘটে এবং কুটির শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেয়। এ ধরণের বেকারত্বকে কাঠামোগত বেকারত্ব বলে।

২। **কারিগরিজনিত বেকারত্ব:** উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বা উন্নত কলাকৌশল প্রবর্তন করা হলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেয়। যেমন, কোন শিল্পে শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্রপাতি প্রবর্তন কলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। আবার নতুন যন্ত্রপাতি বা কলাকৌশল প্রবর্তন হলে এগুলো না জানার জন্য অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরণের বেকারত্বকে কারিগরিজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

৩। **সংঘাতজনিত বেকারত্ব:** কোন দ্রব্য বা কাঁচামালের চাহিদা ও যোগানের আকস্মিক পরিবর্তন, কাঁচামালের সাময়িক অভাব, শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব এবং অর্থব্যবস্থার বিভিন্নঅংশের মধ্যে সংযোগের বিচ্যুতি ঘটলে শ্রমিকেরা অস্থায়ীভাবে কিছু কালের জন্য বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরণের বেকারত্বকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে।

৪। **মৌসুমি বেকারত্ব:** কোন কোন কর্মক্ষেত্রে সারা বছর কাজ চলে না। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ চলে এবং অবশিষ্ট সময় কাজ ব্যতিরেকে বসে থাকতে হয়। যেমন-কৃষি, চিনি ও পাটশিল্প, নির্মান কার্য প্রভৃতিতে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ থাকে; সারা বছর কাজ থাকে না। এ সব কর্মক্ষেত্রে যে সব শ্রমিকরা কাজ করে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেকার থাকে। এ ধরণের বেকারত্বকে 'মৌসুমী বেকারত্ব' বলা হয়।

৫। **আকস্মিক বেকারত্ব:** কোন কোন পেশায় শ্রমিকদের কাজের চাহিদা নিয়মিত নয়; ফলে এক ধরণের বেকারত্ব দেখা যায়। যেমন, বন্দর শ্রমিকদের কাজে কোনরূপ ধারাবাহিকতা বা নিশ্চয়তা না থাকায় কোন সময়ে বন্দরে মাল ওঠানামার কাজ না করলে বন্দর শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরণের বেকারত্বকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে।

৬। **ছদ্মবেশী বেকারত্ব:** সাধারণত কৃষি প্রধান দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকার বেশি। কৃষিকাজের জন্য যত সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে তা অপেক্ষা অধিক শ্রমিক কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক দেখা দেয়। আপাত দৃষ্টিতে এদেরকে বেকার বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা বেকার। কারণ, উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখে যদি কৃষিক্ষেত্র হতে ঐ উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের অন্যত্র সরানো যায় তাহলে মোট উৎপাদন হ্রাস পায় না। এ ধরণের বেকারত্বকে ছদ্মবেশী বা প্রছন্ন বেকারত্ব বলা হয়।

৭। **বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব:** বাণিজ্য চক্রের দুটি দিক- একটি হল তেজী এবং অন্যটি হল মন্দা। বাণিজ্য চক্রের আবর্তনে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কখনও তেজীভাব আবার কখনও মন্দাভাব দেখা দেয়। শিল্প-বাণিজ্যে মন্দার সময় উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ কমায়; এতে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরণের বেকারত্ব 'বাণিজ্য চক্র জনিত বেকারত্ব' নামে পরিচিত। ১৯২৯-৩০ সনের বিশ্বব্যাপি মহাবিপর্যয়ের সময় আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি শিল্প উন্নত দেশে এ ধরণের বেকারত্ব ব্যাপক আকারে দেখা দেয়।

বেকার সমস্যার কুফল

বেকার সমস্যা আধুনিক সভ্য সমাজের একটি সমস্যা। নিম্নে বেকার সমস্যার কুফল আলোচনা করা হলো ঃ

১। **জাতীয় সম্পদের অপচয়ঃ** শ্রমশক্তি মূল্যবান মানব সম্পদ। কিন্তু বেকারত্বের ফলে মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় হয়। অর্থাৎ শ্রম শক্তির সঠিক ব্যবহার হয় না।

২। **হতাশা সৃষ্টিঃ** বেকার জনগোষ্ঠীর মনে তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ জন্ম দেয়। ফলে বেকার জনগোষ্ঠী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিরাগ হয়ে পড়ে।

৩। **জাতীয় আয় হ্রাসঃ** কোন দেশে বেকার সমস্যা প্রকট থাকলে জাতীয় শ্রমশক্তির সঠিক ব্যবহার হয় না। ফলে মোট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

৪। **জীবন যাত্রার নিম্নমানঃ** জনগণ বেকার থাকলে তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী হয়। বেকারত্বের ফলে তাদের আয় থাকে না। তাই তারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করতে পারে না।

৫। **পণ্যের বাজার হ্রাসঃ** মানুষের ক্রয় ক্ষমতা তার আয়ের উপর নির্ভর করে। বেকার জনগোষ্ঠীর কোন আয় রোজগার থাকে না, ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা খুব কম হয়ে থাকে। এই বেকারত্বের কারণেই জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ হয়।

৬। **আইন শৃঙ্খলার অবনতিঃ** দেশে বেকার সমস্যা থাকলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। বেকার জনগোষ্ঠী খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাইসহ সমাজে নানান সমস্যা সৃষ্টি করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়।

বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

বিভিন্নকারণে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ গুলো নিম্নরূপঃ-

১। **মূলধন গঠনের নিম্নহারঃ** মূলধন গঠনের নিম্নহার বাংলাদেশে বেকার সমস্যার একটি প্রধান কারণ। মূলধনের স্বল্পতা বাংলাদেশের সম্পদের সুষ্ঠু ও পূর্ণ ব্যবহারের পথে প্রধান বাধা। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে না নতুন কর্মসংস্থান বাড়ছে বেকারত্ব।

২। **মৌসুমী বেকারত্বঃ** বাংলাদেশের জনসাধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সারা বছর কাজ থাকে না। কৃষকেরা ফসলের মৌসুমে মাত্র কয়েক মাস কৃষি কাজে নিযুক্ত থাকে। অন্য সময় তাদের কোন কাজ থাকে না। ফলে তারা বছরের বেশির ভাগ সময়ই বেকার বসে থাকে।

৩। **শিল্পে অনগ্রসরতাঃ** বাংলাদেশে শিল্পোন্নতি অনগ্রসর। মূলধনের অভাব, কাঁচামালের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, প্রতিকূল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ খুবই কম। অন্যদিকে, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতির ফলে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলোও ভালভাবে কাজ করছে না। শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমাদের বেকার সমস্যার কারণ।

৪। **কুটির শিল্পের স্বল্প উন্নয়নঃ** আমাদের দেশে কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু কুটির শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের অভাব রয়েছে। কুটির শিল্পের প্রসার না ঘটলে দেশের পল্লী অঞ্চলে বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

৫। **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ** আমাদের দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতি বছর কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু আমাদের উন্নয়নের গতি মন্থর বলে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

৬। **মৌসুমী শিল্পঃ** আমাদের দেশে এমন কিছু শিল্প আছে যেখানে সারা বছর কাজ থাকে না। যেমন- চিনি শিল্প, ইট ভাটা পোড়ানো প্রভৃতি। আখের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে চিনি শিল্পের শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে ইট তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের কাজ থাকে না। এ ভাবে মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৭। **সংঘাত জনিত বেকারত্বঃ** শ্রম সচলতার অভাব, নিয়োগ প্রাপ্তির তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব , শ্রমিক সংগঠনের ত্রুটি, যন্ত্রপাতির সাময়িক বিকলতা প্রভৃতি কারণে শ্রমিকেরা অনেক সময় বেকার হয়ে পড়ে।

৮। **বাণিজ্য চক্রঃ** বাণিজ্য চক্রের উত্থান পতনের কারণে উন্নত দেশে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। এটি মূলত উন্নত দেশের সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও বৈদেশিক বাণিজের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে উন্নত দেশে মন্দা দেখা দিলে তার প্রভাব বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশেও এসে পড়ে। বিদেশে মন্দা দেখা দিলে আমাদের রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমাদের রপ্তানি শিল্পে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৯। **অনুন্নত মানব সম্পদঃ** জন বহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির অভাবে আমাদের মানব সম্পদ অনুন্নত। ফলে দেশে ও বিদেশে এ সমস্ত শ্রমিকের চাহিদা কম।

১০। **প্রযুক্তিজনিত কারণঃ** নতুন প্রযুক্তি ও কলা- কৌশল ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বেকারত্ব এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। শিল্প, কৃষি, ক্ষেত-খামারে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। নতুন উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে তারা অনভিজ্ঞ বলে শিল্প কারখানায় কাজ পায় না, ফলে বেকারত্বের পরিমান বাড়াতে থাকে।

১১। **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেকারত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ না থাকায় এবং চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২। **সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাবজনিত কারণঃ** বাংলাদেশে মোট জন সংখ্যার অর্ধেক নারী। এ বিপুল জন শক্তির অধিকাংশই বেকার এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল। যৌথ পরিবার, পর্দা প্রথা, কুসংস্কার প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজ কোন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হতে চায় না। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

১৩। **প্রাকৃতিক দূর্যোগঃ** প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে বাংলাদেশের উপকূলের এক বিরাট অংশ প্রায়শই বেকারত্বের সম্মুখীন হয়। খরা, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে ফসল বিনষ্ট হলে কৃষকদের হাতে কোন কাজ থাকে না। ফলে তারা ঘরে বসে বেকার সময় কাটায়।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়

বেকার সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি ব্যাধি। তাই বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি নিশ্চিত করে দেশকে বেকারত্বের প্রভাব হতে বাঁচাতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ যেতে পারে।

১। **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাঃ** দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সবের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তা হলে এ সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল কারখানায় কাজ পাবে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমবে।

২। **শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাঃ** এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রযুক্তিজনিত বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রয়োজনে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে হবে। এর ফলে নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও কলা-কৌশলগত উন্নতি ঘটলে শ্রমিকগণ বেকার হয়ে পড়বে না।

৩। **কুটির শিল্পের উন্নতিঃ** বাংলাদেশের মৌসুমী বেকারত্ব দূর করতে হলে দেশে কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। গ্রামে-গঞ্জে কুটির শিল্প স্থাপন করলে গ্রামের বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ফলে বেকারত্বের হার কিছুটা কমবে এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশেরও উন্নয়ন ঘটবে।

৪। **দ্রুত সমাধানঃ** দেশে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অতিরিক্ত শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। দেশে শিল্পায়ন দ্রুত ঘটলে এসব শ্রমিক কাজ পাবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

৫। **উন্নয়ন কর্মসূচি চালুঃ** এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। তাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। ফলে অনেক কর্মদিবসের সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে ও দেশের অবকাঠামোও তৈরি হবে।

৬। **ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার পরিবর্তনঃ** দেশের অর্ধেক নারী সমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে বেকার হয়ে আছে। মহিলাদের কর্মে নিয়োগ করতে হবে এবং এ জন্য পর্দা প্রথা, সামাজিক বিধি-নিষেধ, যৌথ পরিবার প্রথা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আবশ্যক। এর ফলে নারী সমাজ অর্থনৈতিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবে এবং নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকারত্বের প্রভাবমুক্ত হবে।

৭। **বিদেশে জনশক্তি প্রেরণঃ** বিদেশের বিভিন্নস্থানে চাকরির সুযোগ অনুসন্ধান করে দেশের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এতে একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

৮। **মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধিঃ** দেশের বিপুল সংখ্যক মহিলা জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু এবং গৃহে বসে অবসরে উপার্জনের বিভিন্নউপায় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৯। **অবিরাম চাষ পদ্ধতি:** বাংলাদেশে মৌসুমী বেকারত্ব বিদ্যমান। তাই এ সমস্যা সমাধান করার জন্য অবিরাম চাষ্ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ একটি ফসল কেটে আরেকটি ফসল সাথে সাথে বপন করতে হবে।
১০। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস:** দেশে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের জন্মহার রোধ করতে না পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্যা আরও প্রকট হবে।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা

বেকার সমস্যা বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। কর্মক্ষম অসংখ্য মানুষ পূর্ণ বেকার, অর্ধবেকার, ছদ্মবেকার, মৌসুমী বেকার ও প্রছন্ন বেকার। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলো উল্লেখ করা হলো:

(ক) বেকারত্ব দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টাতেই কেবল মাত্র বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন:

১। **যুব উন্নয়ন দপ্তর:** দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ দান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন দপ্তর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ দপ্তরের অফিস রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া রয়েছে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই সরকারি বিভাগ বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করছে।
২। **রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান:** বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে।
৩। **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী:** কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অর্থনীতিতে দ্বিমুখী প্রভাব ফেলে। প্রথমত, বাজারে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে রাস্তাঘাট, বাঁধ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ করে খাদ্যের যোগান দেওয়া হয়। সাধারণত যে সময়ে গ্রামীণ কৃষকদের কাজ থাকে না তখন সরকার এ কর্মসূচী গ্রহণ করে।
৪। **কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা:** সরকারি মালিকানায় ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(খ) বেকারত্ব দূরীকরণে বেসরকারি পদক্ষেপ: বেকারত্ব দূরীকরণে বেসরকারি ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
১। **গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:** বিভিন্ন NGO সমূহ দেশে গণ শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ফলে মানুষ সাক্ষরতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া অনেক NGO দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালু হয়েছে। এ সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
২। **ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী:** বিভিন্ন NGO যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা, ব্রাক ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ জনগণ এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে গরু মোটা তাজাকরণ, ছোট ছোট ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, বাঁশ ও বেতের কাজ, রিকশা চালানো ইত্যাদি কাজ করছে। ফলে বলা যায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।
৩। **তদারিক ঋণ:** NGO সমূহ ঋণ দিয়ে ঋণের ব্যবহার সঠিক হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত থাকার চেষ্টা করে অর্থাৎ ঋণের তদারকি করে। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহৃত হয়ে অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
৪। **মহিলাদের কর্মসংস্থান:** বিভিন্ন NGO সমূহ গ্রামীণ ও শহরে বস্তির মহিলাদের জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করে থাকে। হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটা তাজাকরণ, ছোট-খাট ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি কাজে ঋণ দিয়ে NGO সমূহ দেশে মহিলাদের ব্যাপক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
▪ বেকার সমস্যা সমাধানে আর কি কি নতুন পদক্ষেপ নেওয়া যায়? ▪ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বেসরকারী সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতাগুলো কি?	

সারসংক্ষেপ

- যখন কোন দেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে রাজী থাকা স্বত্ত্বেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না তাকে বেকারত্ব বলে। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রকৃতি প্রধানত চার ধরণের ঃ ক) গ্রামীন বেকার সমস্যা খ) শহর এলাকার বেকার সমস্যা গ) শিক্ষিত লোকদের বেকারত্ব ঘ) নারী বেকারত্ব।
- বাংলাদেশে বিভিন্নকারণে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন মূলধন গঠনের নিম্নহার, শিল্পে অসগ্রসরতা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, অনুন্নত মানব সম্পদ, বিশাল জনসংখ্যা। দেশের বর্তমান বেকার সমস্যার নিরসনের জন্য কৃষি উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থা ব্যাংক, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিভিন্নকর্মসূচী গ্রহণ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রকৃতি প্রধানত কত প্রকার?

ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার গ. পাঁচ প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

২। বেকার সমস্যার কারণে প্রধানত–

i. জাতীয় আয় হ্রাস পায়
ii. হতাশা সৃষ্টি করে
iii. জীবন যাত্রার মান নিম্নমুখী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। বেকারত্ব দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হচ্ছে-

i. ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী
ii. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
iii. কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশে নিম্নোক্ত কারণে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়–

ক. মূলধন গঠনের নিম্নহার খ. শিল্পে অনগ্রসরতা গ. ত্রুটিপূর্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ঘ. সব কয়টি

৫। দেশের বর্তমান বেকার সমস্যার নিরসনের জন্য প্রয়োজন–

ক. কৃষি উন্নয়ন খ. আত্মকর্মসংস্থান গ. শিল্পোন্নয়ন ঘ). সব কয়টি

পাঠ ১১.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা (Population of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ঘনত্বের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ঘনত্ব

১। **জনসংখ্যার আয়তন:** জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম দেশ। ২০১৫-১৬ সালে বাংলাদেশের প্রাক্কলিত মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)।

২। **জনসংখ্যার ঘনত্ব:** জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে একটি দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত লোক বাস করে তা বোঝায়। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম। ২০১৫ সালে বিবিএস এর এসভিআরএস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৭৭ জন (উৎস: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স)।

৩। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৬%।

৪। **জনগণের গড় আয়ুস্কাল:** বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ুস্কাল অনেক কম। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের জনগণের গড় আয় মাত্র ৭০.৭ বছর (উৎস: বা.অ.স-২০১৬)। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের গড় আয়ু ৭৮ বছর এবং ইংল্যান্ডের জনগণের গড় আয়ু ৭৯ বছর।

বিভিন্ন দেশের গড় আয়ুষ্কাল

দেশের নাম	গড় আয়ুষ্কাল
যুক্তরাষ্ট্র	৭৮ বছর
ইংল্যান্ড	৭৯ বছর
জার্মানি	৭৯ বছর
বাংলাদেশ	৬৬.৮ বছর

৫। **জন্ম ও মৃত্যু হার:** বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু হার উভয়ই বেশি। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের প্রতি হাজারে জন্মহার ১৮.৮ এবং মৃত্যুহার ৫.১ (উৎস: বিবিএস-২০১৬)। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মৃত্যুহার কমছে, কিন্তু সে তুলনায় জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে না। ফলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।

৬। **শিক্ষিতের হার:** বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। এ দেশের ৬৪.৪ শতাংশ মানুষের অক্ষরজ্ঞান আছে এবং লিখতে ও পড়তে পারে। আমাদের পুরুষের তুলানায় নারী শিক্ষার হার আরও কম। অবশ্য বর্তমানে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৭। **নির্ভরশীলতার হার:** জনসংখ্যার মধ্যে এরূপ নির্ভরশীলতার হার বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হবে। বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার শতকরা ৬৪ ভাগ (প্রাক্কলিত)।

৮। **বয়স কাঠামো:** বাংলাদেশের মানুষের বয়স কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ৮০ সালের আগে যেখানে ৪৫% মানুষ ০-১৪ বছরের ছিল বর্তমানে তা ৩২.৯% এ নেমে এসেছে। ৬৩.৪% মানুষ ১৫-৬৪ বছর বয়সের এবং ৩.৫% মানুষ ৬৫+ বছরের।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বন্টন

১। **নারী-পুরুষের অনুপাত:** বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশের প্রতি ১০০ জন স্ত্রীলোকের জায়গায় ১০৪.৯ জন পুরুষ রয়েছে। আমাদের দেশে স্ত্রী লোকের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ এই যে, এখানে স্ত্রী লোকের মৃত্যুর হার বেশি। গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নের অভাব, মাতৃসদনের অভাব প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে বহু স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় ও আতুর ঘরে মারা যায়।

২। **গ্রাম ও শহরের লোকসংখ্যার বন্টন:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের শহরবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আমাদের কৃষি প্রধান অর্থনীতিই এর জন্য দায়ী।
তবে শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও শহরবাসীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিভিন্ন দেশের গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা

দেশ	গ্রাম	শহর
ইংল্যান্ড	২০%	৮০%
যুক্তরাষ্ট্র	৪০%	৬০%
কানাডা	৪৭%	৫৩%
বাংলাদেশ	৭৫%	২৫%

৩। **পেশাগত বন্টন:** ২০১৫ সনের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে ৪৭.৩০ শতাংশ শ্রমিক কৃষিতে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশের শিল্পখাতে ১৭.৮৫ শতাংশ এবং ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৩৮.৬২ শতাংশ লোক নিয়োজিত আছে। কৃষি খাতে শ্রমের আধিক্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক খাতের প্রাধান্য রয়েছে।

৪। **শ্রমশক্তির বন্টন:** লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৩ অনুযায়ী ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬.১ কোটি। এই শ্রমশক্তির মধ্যে পুরুষ ছিল ৪.৩ কোটি ও মহিলা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে তা বোঝায়। কৃষি প্রধান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য নয়। কারণ তাতে কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশেও জনসংখ্যার ঘনত্ব আমাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি:** বাংলাদেশ আয়তন মাত্র ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। এ ছোট ও নির্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। যেখানে উন্নত বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ০ থেকে ১ শতাংশ সেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২০১৫ সালে ১.৩৭ শতাংশ ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। **জীবনযাত্রার নিম্নমান:** যে সব দেশে জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। কারণ জীবনযাত্রার মান নিচু হওয়ায় সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে খরচ কম হয়। ফলে জন্মহার বেশি হয়। বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন এবং জীবন যাত্রার ব্যয়ও খুব কম। ফলে এখানে জন্মহার বেশি। এর ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

৩। **ভূ-প্রকৃতি:** ভূ-প্রকৃতির উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত সমতল ভূমিতে জীবিকা নির্বাহ ও বসবাস করা সহজ ও কম ব্যয় সাপেক্ষ বলে সেখানে লোকবসতি ঘন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই সমতল ভূমি।

৪। **ভূমির উর্বরাশক্তি:** যে দেশের মৃত্তিকা যত উর্বর সে দেশের লোক বসতি তত ঘন। কারণ মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি ফসল উৎপাদনের সহায়ক। ফলে ঐ সমস্ত দেশের মানুষ সহজেই জীবনধারণের উপযোগী ফসল ফলাতে পারে। বাংলাদেশের মাটির উর্বরাশক্তি এদেশের ঘনবসতির একটি কারণ।

৫। **জলবায়ু:** আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে জীবনধারণ আরামদায়ক। বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। এখানে শীতকালে বেশি শীত এবং গ্রীষ্মকালে বেশি গরম অনুভুত হয় না। বাংলাদেশের জলবায়ু বসবাসের জন্য আরামপ্রদ বলে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

৬। **বৃষ্টিপাত:** নিয়মিত ও সহজলভ্য বৃষ্টিপাত কৃষিকাজ সহজ করে দেয়। পক্ষান্তরে, অনিয়মিত ও বিরল বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিকার্য ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর হয়। বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বছরে গড়ে ৬০ ইঞ্চি হতে ১৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় বলে কৃষিকার্য সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

জনসংখ্যা ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে তা বোঝায়। কোন দেশের মোট জনসংখ্যাকে সে দেশের আয়তন দিয়ে ভাগ করলেই প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। অতএব জনসংখ্যার ঘনত্ব হল ঃ

জনসংখ্যার ঘনত্ব = দেশের মোট আয়তন/ দেশের মোট জনসংখ্যা

উদাহরণস্বরূপ কোন দেশের মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি এবং দেশটির আয়তন ২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার হলে সে দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে (৪০০০০০০০ ÷ ২০০০০০) = ২০০ জন। সুতরাং, জনসংখ্যার ঘনত্ব দেশের আয়তনের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জনশক্তির পরিমাণ ও গঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। আবার সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া জনগণের কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। পক্ষান্তরে, জনগণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং কোন দেশের জনসংখ্যা সমস্যা বিবেচনা করতে হলে তা সে দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ, জন্ম ও মৃত্যুর হার, জনগণের মানসিক গঠন, জনসংখ্যার বন্টন প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সমস্যা উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১. **খাদ্য সমস্য :** ২০১৫-১৬ সালে বাংলাদেশের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। জনসংখ্যা বার্ষিক প্রায় ১.৩৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার এরূপ আধিক্য দেশে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে প্রতিবছর আমাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

২. **কম মুলধন গঠন :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুলধন অপরিহার্য। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার ফলে মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে না । এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৩. **কৃষি জমির উপর চাপ :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ লোক সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ফলে দেশের কৃষি জমির উপর চাপ পড়ছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমান হল মাত্র ০.১৭ একর এবং দেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কৃষক ভূমিহীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **বেকার সমস্যা :** আমাদের দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত নগণ্য। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০১৫ সালে আমাদের দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেকার ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বেকার সমস্যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

৫. **প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব :** পর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার মুল উপাদান। কিন্তু এগুলোর কোনটিই আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। তাছাড়া, লোকসংখ্যার অনুপাতে ডাক্তার ও হাসপাতালের সুবিধাও আমাদের দেশে অত্যন্ত কম। ফলে সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে নির্জীব ও কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠী আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

৬. **বর্ধিত জনগোষ্ঠীর ভরণপোষণ :** বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক আনুমানিক প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য, ৩ লক্ষ বাসগৃহ, ৮ লক্ষ কর্মসংস্থান এবং ৬০ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সীমিত সম্পদের দ্বারা এরূপ বর্ধিত চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়।

৭. **নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার অত্যন্ত বেশি। এ দেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬১.৪ জন লোক আছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ লোক কর্মক্ষম নয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়স্বরূপ।

৮. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল লাভে বাধা :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের জনগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাটুকু বর্ধিত জনগণের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যায়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতই হ্রাস পাবে, ততই অধিক পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করা যাবে।

৯. **শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আমাদের দেশের শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছে। এতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. **জনগণের মানসিক গঠন :** আমাদের দেশের জনগণের মানসিক গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে এখনও পর্যন্ত ততটা সহায়ক নয়। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও ওপনিবেশিক শোষণের ফলে এ দেশের মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের দেশে এখনও গুটিকয়েক শিক্ষিত ও বিত্তশালী লোকের দায়িত্ব ও স্বার্থরূপে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের আপামর অশিক্ষিত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমন্ধে নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও আগ্রহ নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বর্ধিত জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে বিভিন্নসমস্যার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। নিম্নোক্ত উপায়ে বাংলাদেশে জনাধিক্যজনিত সমস্যা দূর করা যেতে পারে :

১. **পরিবার পরিকল্পনা:** পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য গ্রাম্য জনগণের একাংশ জন্মনিয়ন্ত্র প্রথাকে এখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না।

২. **শিক্ষার প্রসার:** শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত বেশি বয়সে বিয়ে করে। তদুপরি, শিক্ষিত লোকেরা উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে বলে অধিক সন্তানে আগ্রহী হয় না। তাছাড়া, দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাবে এবং তাতে জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে।

৩. **আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ:** বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা রোধ করতে হলে আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। বাংলাদেশে এ ব্যাপারে আইন থাকলেও তার যথাযথ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। সুতরাং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত বর্তমান আইন সংস্কার করে এ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। উন্নতমানের রাসায়নিক সার প্রয়োগ, যন্ত্রের সাহায্যে চাষ, সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

৫. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র। দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ডি. ক্যাস্টো তাঁর বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। অতএব জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. **জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন:** জনাধিক্যজনিত সমস্যা দূর করতে হলে জাতীয় আয়ের বন্টন ব্যবস্থা সুষম করা দরকার। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লে জনসংখ্যা সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। দেশের কৃষক, মজুর তথা সকল শ্রেণির দরিদ্র জনসাধারণ যাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো সহজে লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৭. **জনসংখ্যার পুনর্বন্টন:** ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে লোক সরিয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার কিছুটা মোকাবিলা করা যায়। দেশের যে সব এলাকায় লোকবসতি কম সে সব এলাকায় লোকবসতির ব্যবস্থা করে সেখানে উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

৮. **মহিলাদের কর্মসংস্থান:** নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে কাজের সংস্থান করতে পারলে আমাদের দেশে জন্মহার হ্রাস পাবে। তাছাড়া, কর্মজীবী মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়াও সম্ভব হবে না।

৯. **অভিবাসন:** বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অভিবাসনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এখনও পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাব রয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ঐ সব দেশে লোক পাঠানোর কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তবে ভাষা ও অন্যান্য বাধার কারণে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থার সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই সীমিত।

১০. **নারীর ক্ষমতায়ন:** বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের মর্যাদা কম। ফলে অনেক সময় তাদের মতের বিরুদ্ধেও তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং দেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে হলে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবকে কিভাবে দূর করা যায় ? আপনার নিজস্ব মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম জনবহুল দেশ। কিন্তু আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর নব্বইতম দেশ। ২০১৫ সালের প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৩৫ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩২%। বাংলাদেশে জন্ম হার বেড়েছে এবং তুলনামুলকভাবে মৃত্যু হার কমেছে। এদেশের মাত্র ৬৪ শতাংশ মানুষের অক্ষর জ্ঞান আছে।
- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪০.৫৩ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত আছে, শিল্পখাতে ১৭.৮৫ শতাংশ এবং ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহন যোগাযোগ খাতে ৩৮.৬২ শতাংশ লোক নিয়োজিত আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে–

ক. দেশের মোট জনসংখ্যা/দেশের মোট আয়তন
খ. দেশের মোট আয়/দেশের মোট জনসংখ্যা
গ. দেশের মোট আয়/দেশের মোট আয়তন
ঘ. দেশের মোট আয়তন/দেশের মোট জনসংখ্যা

২। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমাধানের উপায়সমূহ হচ্ছে-

i. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন
ii. অর্থনৈতিক অ-উন্নয়ন নিচের কোনটি সঠিক
iii. শিক্ষা প্রসার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোন দেশের শ্রমশক্তিকে সে দেশের মানব সম্পদ বলে। প্রকৃতি ও মানুষ যে কোন দেশের জাতীয় উৎপাদনের দুটি মৌলিক উপাদান। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করতে দক্ষ মানব শক্তির প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বোঝায়। দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে। জনসাধারনের কর্মনৈপুণ্য ও তাদের ধ্যান-ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

জনসংখ্যা বাংলাদেশে মানব সম্পদ

একটি দেশে মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন, তাই মানব সম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। নিম্নে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব আলোচনা করা হলঃ

১। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

২। দক্ষ শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়।

৩। জনসংখ্যাকে জন সম্পদে পরিণত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। দেশের চাহিদা পুরণ করে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

৪। মানব সম্পদ উন্নয়নের ফলে আয়ের সুষম বন্টন সম্ভব হবে।

৫। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শ্রমের দক্ষতা বাড়াতে পারলে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এতে দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

৬। বিদেশে দক্ষ মানবশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব। এতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হবে।

অতএব অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কিভাবে সম্পদে পরিণত করা যায়? আপনার মতামত লিখুন।	

সারসংক্ষেপ

- উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বুঝায়, দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে-

ক. উপযুক্ত শিক্ষা খ. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান গ. চিকিৎসাসেবা ঘ. সব কয়টিকে বুঝায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রুবিনার শ্রেণিকক্ষে পড়িয়েছে, আমাদের দেশের জনগণ শ্রম বা মেধা দিয়ে কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যেকোন খাতে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগনকে সম্পদে পরিণত করা যায়।

২। রুবিনার শ্রেণিকক্ষে কোন সম্পদের কথা বলা হয়েছে?

ক. মানবসম্পদ খ. খনিজ সম্পদ গ. শক্তি সম্পদ ঘ. জাতীয় সম্পদ

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগনকে সম্পদে পরিণত করার উপায় হচ্ছে-

i. কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

ii. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান

iii. উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'ক' দেশে করিম ও রহিম দুই বন্ধু উচ্চশিক্ষিত এবং দুই জনেই কাজ করে। যদিও দু'জনের বেতনের বা আয়ের পার্থক্য রয়েছে। "খ" দেশে সেলিনা, রহিমা ও জয় সবাই উচ্চশিক্ষিত। জয় কাজ করে এবং বাকী দু'জন কাজ সন্ধান করছে। আপাতত প্রাইভেট টিওশনি করছে।

ক. বেকারত্ব কি?

খ. দারিদ্র্যের প্রকারভেদগুলো কি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উপরের উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে চরম দারিদ্র্য ও আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

ঘ. উপরের উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যতা দূরীকরণে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

২। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে।

ক. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায়?

খ. বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের রূপরেখা বর্ণনা করুন।

গ. উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের তুলনামুলক আলোচনা করুন।

ঘ. উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে পৌছতে হলে বাংলাদেশের সরকারের কি করা প্রয়োজন?

৩। করিম একজন শিক্ষিত বেকার যুবক। দীর্ঘ সময় চাকরির পেছনে ব্যয় করে ব্যর্থ হয়ে যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তারপর কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িতে মুরগির খামার ও মৎস্য চাষ শুরু করে। বর্তমানে তার খামারে ও মৎস্য চাষে ২০ জন লোক নিয়োজিত। করিম তার বেকার সমস্যার সমাধান করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে।

ক. মৌসুমী বেকারত্ব কী?

খ. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দপ্তরের প্রধান কাজগুলো কি কি?

গ. করিমের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বী হওয়ার উপায়সমুহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

ঘ. করিম গৃহীত পদক্ষেপ অর্থনীতিতে কি ভূমিকা রাখছে? বিশ্লেষণ করুন।

৪। রহিম সাহেব দীর্ঘদিন 'ক' গার্মেন্টসে চাকুরী করতেন। হঠাৎ করে সড়ক দূর্ঘটনায় তাঁর এক পা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পূর্বের চাকুরী তার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না।

ক. মৌসুমী বেকারত্ব কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

গ. রহিম সাহেবের বর্তমান অবস্থাকে কোন ধরণের বেকারত্ব বলবেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "রহিম সাহেবের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব"- যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুন।

৫। রহিম সাহেব দীর্ঘদিন বেসরকারী ব্যাংকে চাকুরী করেছেন। বর্তমানে ব্যাংককে প্রযুক্তি প্রয়োগের কারণে রহিম সাহেবের কম্পিউটার কোর্স করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি বয়সের কারণে উক্ত কোর্স করতে আগ্রহী নন। অন্যত্র চাকরী খুঁজছেন।

ক. অনুন্নত মানব সম্পদ বলতে কি বুঝায়?

খ. বিশাল জনসংখ্যা কি প্রেক্ষিতে বেকারত্বের কারণ হতে পারে?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রহিম সাহেব বর্তমানে কোন ধরণের বেকারত্বে আছেন?

ঘ. এ ধরণের বেকারত্ব কিভাবে দূর করা যায় আপনি মনে করেন?

৬। মিসেস সেলিনা খাতুন একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি সম্প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর একটি গবেষণা কাজ করেছেন। তাতে জনসংখ্যার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক. বাংলাদেশ জনসংখ্যার আয়তনে পৃথিবীর কততম দেশ?

খ. বাংলাদেশ জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হওয়ার কারণগুলো কি?

গ. জনসংখ্যার ভয়াবহতার কারণগুলো উল্লেখ করুন।

ঘ. উন্নত দেশ ও বাংলাদেশের মানবসম্পদের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭। রহিম একজন বেকার ছেলে ছিল। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে বিদেশে গিয়ে কাজ করে আজ সে দেশের একজন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হয়েছেন।

ক. অর্থনীতি কাকে বলে?

খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

গ. রহিম একজন রপ্তানিকৃত মানবসম্পদ, দেশের মানবসম্পদের সাথে তার তুলনা করুন।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা

পাঠ ১১.১:	১। খ	২। গ		
পাঠ ১১.২:	১। গ	২। খ	৩। ঘ	৪। ঘ
পাঠ ১১.৩:	১। খ	২। ঘ	৩। গ	
পাঠ ১১.৪:	১। ক	২। খ		
পাঠ ১১.৫:	১। ঘ	২। ক	৩। ঘ	